



49044 - বহুববাহরে হুকুম ও শর্ত

প্রশ্ন

বহুববাহরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের জন্য বহুববাহ বৈধ করেছেন। তিনি তাঁর মহান কতিবায় বলেছেন: “তোমরা যদি এতমি ময়েদে (বিয়ে করার) ক্ষমতায় সুবচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে (সাধারণ) নারীদের মাঝে তোমাদের পছন্দ হয় এমন দুইজন, তিনজন কথিবা চারজনকে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারো। কিন্তু যদি (একাধিক স্ত্রীর সাথে) সুবচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে মাত্র একজনকে অথবা নিজদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (রাখতে পারবে)। এটা তোমাদের অবচার না করার নকিটতর।” [সূরা নসি: ৩]

বহুববাহরে বৈধতার পক্ষে এটি দ্ব্যর্থহীন দলীল। ইসলামী শরীয়তে একজন পুরুষ এক, দুই, তিন বা চার বিয়ে করতে পারবে। চারের বেশি বিয়ে করা তার জন্য বৈধ না। মুফাসসরিগণ ও ফকীহগণ এই কথা বলেছেন। এই ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে; এতে কোনো মতভেদ নেই।

তবে জানতে হবে যে বহুববাহরে কী শর্ত আছে:

১- ইনসাফ করা।

কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: “কিন্তু যদি (একাধিক স্ত্রীর সাথে) সুবচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে মাত্র একজনকে।” [সূরা নসি: ৩] উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় বহুববাহরে জন্য ইনসাফ করা শর্ত। ব্যক্তি যদি আশঙ্কা করে যে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করলে স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে তার জন্য একের অধিক বিবাহ করা নষিদিহ। এখানে ইনসাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ভরণ-পোষণ, জামা-কাপড়, রাত্রিযাপনসহ স্বামীর সামর্থ্য ও সাধ্যের মাঝে থাকা বস্তুগত সকল কী।

কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে ইনসাফের দায়িত্ব নেই। তার কাছ থেকে এটা চাওয়াও হবে না। কারণ এটা করা তার পক্ষে সম্ভব না। আর এটাই আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ: “তোমরা চাইলেও নারীদের (তোমাদের স্ত্রীদের) প্রতি যথাযথ ন্যায়বচার করতে

পারবে না।”[সূরা নসি: ১২৯] অর্থাৎ অন্তররে ভালবাসার ক্ষেত্রে।

২- স্ত্রীদরে ভরণ-পোষণ দয়ার ক্ষমতা থাকা:

এর পক্ষে দলীল হল আল্লাহর বাণী: “যারা ব্যয়ে করার সামর্থ্য (মোহরানা ও খরচাদা) রাখবে না তারা যেনে চরিত্র পবিত্র রাখবে, যতক্ষণ না আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেন।”[আন-নূর: ৩৩] আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে বিবাহ করার শারীরিক ক্ষমতা আছে; কিন্তু সামর্থ্য নাই, ব্যয়ে করা যার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে, এমন ব্যক্তিকে চরিত্র পবিত্র রাখার নরিদশে দিয়েছেন। বিবাহ করা অসম্ভব হওয়ার অন্যতম কারণ হল: বিবাহের জন্য মোহরানা না পাওয়া এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ্য না থাকা।”[আল-মুফাস্সাল ফি-আহকামলি মারআ: (৬/২৮৬)]।

একদল আলমে মনে করেন এক স্ত্রীতে সীমিত থাকার চাইতে বহুববিহ উত্তম। শাইখ ইবনে বায রাহমিহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘বিবাহের ক্ষেত্রে মূল অবস্থা কি বহুববিহ; নাকি এক স্ত্রীকে বিবাহ করা?’ তিনি উত্তর দেন: “বহুববিহ করতে সক্ষম এবং যুলুম করার আশঙ্কা করে না এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একাধিক ব্যয়ে করা শরয়ি বিধান; যহেতে এতে প্রভূত কল্যাণ নহিতি; যমেন- এর মাধ্যমে ব্যক্তির নজিরে লজ্জাস্থানে পবিত্রতা, যাদেরকে সে বিবাহ করে তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ সাধিত হয়, বংশধর বৃদ্ধি পায় যার ফলে উম্মাহর সদস্য সংখ্যাও বাড়ে এবং এক আল্লাহর ইবাদতকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এ অভিমতেরে সপক্ষে প্রমাণ হল আল্লাহর বাণী: “তোমরা যদি এতমি ময়েদে (ব্যয়ে করার) ক্ষেত্রে সুবচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে (সাধারণ) নারীদের মাঝে তোমাদেরে পছন্দ হয় এমন দুইজন, তনিজন কথিবা চারজনকে পর্যন্ত ব্যয়ে করতে পারো। কিন্তু যদি (একাধিক স্ত্রীর সাথে) সুবচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে মাত্র একজনকে (ব্যয়ে করতে পারবে) অথবা নজিদেরে অধিকারভুক্ত দাসীদের (রাখতে পারবে)। এটা তোমাদেরে অবচার না করার নকিটতর।”[সূরা নসি: ৩]

এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক ব্যয়ে করছিলেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন: “তোমাদেরে জন্য রাসূলেরে মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।”[সূরা আহযাব: ২১]

তাছাড়া জনকৈ সাহাবী যখন বলল: ‘আমি কখনো গশেত খাব না।’ আরকেজন বলল: ‘আমি সবসময় নামায পড়ব; ঘুমাব না।’ অন্যজন বলল: ‘আমি কখনো নারীদের বিবাহ করব না।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে কাছে যখন এই খবর পৌঁছল তখন তিনি মানুষদেরে সামনে খুতবা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন: “তোমরা নাকি এমন-এমন বলছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরে মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি ও আল্লাহর প্রতি তোমাদেরে চয়ে বেশি মুত্তাকী। কিন্তু আমি রোযা রাখি ও রোযা ছাড়ি, নামায পড়ি ও ঘুমাই এবং নারীদেরকে বিবাহ করি। অতএব, যো ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থকে মুখ ফরিয়ে নেয় সে আমার আদর্শধারী নয়।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে এ বাণী একজন স্ত্রী ও একাধিক নারী সবার ক্ষেত্রে সার্বকি।”[মাজাল্লাতুল



বালাগ, (সংখ্যা: ১০১৫) ফাতাওয়া উলামাইল বালাদলি হারাম: (পৃ. ৩৮৬)]